২৪-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ঈশ্বরীয় পিতার স্টুডেন্ট, তোমাদের সত্যকার রূপ-বসন্ত হয়ে নিজেদের মুখ থেকে অবিরত জ্ঞান রত্নের বর্ষণ করতে হবে ।"

প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা শিববাবার সত্যিকারের অনেক আদরের সন্তান, তোমাদের কোন্ শ্রীমত অবশ্য পালন করা উচিত ?

উত্তরঃ - বাবা বলেন - ওহে আমার আদরের বাচ্চারা, তোমরা দয়াশীল হও । কখনো মনমতে চালিত হয়ো না। কখনো এখানের কথা ওখানে বলে কুটিলতার পরিচয় দিও না । যার মধ্যে এরকম অভ্যাস আছে সে শুধু নিজের নয় অন্যেরও সমূহ ক্ষতি করে । যারা এই ধরনের অযথা বানিয়ে কথা বলে তাদের থেকে সর্বদা সতর্ক থাকো ।

ওম্ শান্তি । এটা হল বিশ্ববিদ্যালয় । যেমন স্কুলে পড়ুয়ারা যখন ক্লাসে গিয়ে বসে, তাদের সহজেই বোধগম্য হয় যে টিচারের সামনে বসে আছে । কোন্ পরীক্ষায় পাশ করার জন্য বসে আছে তাও বুঝতে পারে । সত্সঙ্গ ইত্যাদিতে যে বেদ শাস্ত্র প্রভৃতি শোনানো হয় সেখানে কোনও লক্ষ্য থাকেনা । সেই সমস্ত শাস্ত্রের কথা তোমাদের বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে গেছে । তোমরা জেনেছ , আমরা মানুষ থেকে দেবতা তৈরী হচ্ছি , আগামী ২১ জন্মের জন্য । স্টুডেন্টরা ঘরে বসে থাকুক বা কোথাও যাক , বুদ্ধিতে থেকেই যায় আমরা অমুক পরীক্ষায় পাশ করার জন্য পড়ছি । তোমরা বাচ্চারাও ক্লাসে বসে বুঝতে পারছ , আমরা দেবতা হতে চলেছি । তোমরাও নিজেদের বিদ্যার্থী বলে বুঝতে পারছ তো ! আমরা রুহ্ অর্থাত্ আত্মা , এই শরীরের মাধ্যমে পড়ছি । রুহ্ জানে , এই শরীর ছেড়ে ভবিষ্যতে আমরা অন্য নতুন এক শরীর নেব , সেই শরীরই হবে দেবতার । এখন তো এই শরীর বিকারি - পতিত , আমাদের আবার নতুন শরীরের প্রাপ্তি হবে । এই বোধোদয় এখন হয়েছে । আমি আত্মা জ্ঞান সাগর পিতার কাছে পড়ছি । এখানে তোমাদের গৃহস্থ-ব্যবহারের চিন্তা থাকেনা । বুদ্ধিতে শুধু এই কথাই থাকে আমরা মানুষ থেকে ভবিষ্যতের দেবতা হচ্ছি । দেবতাদের বাস স্বর্গে । মুহুর্মুহু এই চিন্তন করলে বাচ্চাদের খুশিও থাকবে আর পুরুষার্থ করার উৎসাহও বাড়বে । মনসা -বাচা -কর্মণা পবিত্রও হবে । সবাইকে খুশির বার্তা শোনাতে হবে । ব্রহ্মাকুমার তো অনেক আছে । সকলেরই এখন স্টুডেন্ট লাইফ । এমন নয় যে ব্যবসা বা চাকরি সংক্রান্ত কোনও কাজে কর্মে গেলে সে স্টুডেন্ট লাইফ ভুলে যাবে । যেমন এই মিষ্টি বিক্রেতা বুঝতে পারবেনা যে আমরা স্টুডেন্ট । স্টুডেন্টদের কখনও কি মিষ্টি বানাতে হয় ? এখানে তো তোমাদের কথাই আলাদা ; শরীর নির্বাহ করার জন্য উপার্জন তো করতেই হয় । তবে সাথে সাথে এই কথাও মনে রাখতে হয় আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছে পাঠ নিচ্ছি । তোমাদের বোধগম্য হয় যে বর্তমান এই সময়ে সারা দুনিয়া নরকবাসী হয়েছে । কিন্তু এই কথা কেউ বোঝেনা যে আমরা ভারতবাসী নরকের বাসিন্দা হয়েছি , ভারতবাসীই স্বর্গবাসী ছিল । তোমাদের বাচ্চাদেরও সারাদিন এই নেশা থাকেনা , তোমরাও বারেবারে ভুলে যাও । যদিও-বা তোমরা বি .কে .,টিচার্স ; শিক্ষা দিচ্ছ , মানুষকে দেবতা , নরকবাসীকে স্বর্গবাসী তৈরী করছ , তবুও ভুলে যাচ্ছ । তোমরা জেনেছ এই সময় সারা দুনিয়া আসুরি সম্প্রদায়ের । আত্মা পতিত হয়েছে যখন শরীরও পতিত হয়েছে । তোমাদের বাচ্চাদের এখন এই বিকারের জন্য গ্লানি হয় । কাম

, ক্রোধ ইত্যাদি সব গ্লানিযুক্ত । সবচেয়ে গ্লানিকর বস্তু হল বিকার । সন্ন্যাসীদেরও অল্পবিস্তর ক্রোধ থাকে, কথায় বলে যেমন অন্ন তেমন মন , কেননা গৃহস্থের সংসার থেকেই অন্নের ব্যবস্থা । তাদের থেকে কোনও আনাজপাতি খায়না ঠিকই কিন্তু পয়সা তো নেয় ! পতিতদের প্রভাব তো থেকেই যায় ! পতিতের অন্ন পতিতই বানায় । পবিত্রতার বিষয়ে তোমরা আমূল পরিবর্তন আনছ । এই পরিবর্তন আরও বড় আকার নেবে । সবাই চাইবে আমরা পবিত্র হই , এই কথা অন্তরে গেঁথে যাবে । পবিত্র হওয়া ছাড়া তো স্বর্গের মালিক হতে পারবে না । ধীরে ধীরে সকলের মধ্যে পবিত্রতা এসে যাবে , যারা স্বর্গবাসী হয়েছিল তারাই হবে । বলবে , আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক অবশ্যই হব । এখন কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ , যখন পতিত দুনিয়া পবিত্র হয় , এইজন্য একে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ বলা হয়ে থাকে । এ যুগ হল কল্যাণকারী । মনুষ্য সৃষ্টির কল্যাণ হয় । বাবা হলেন কল্যাণকারী, তাই তিনি বাচ্চাদেরও তাই বানাবেন । তিনি এসে রাজযোগ শিখিয়ে মানুষ থেকে দেবতা তৈরী করেন ।

তোমরা জানো , যে এ হল আমাদের হেড স্কুল । এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনো ব্যাপার নেই । বাইরে গিয়ে জীবন ধারণের জন্য নানারকম কাজে-কর্মে জুটে যাওয়ায় তখন আর এটা মনে থাকে না যে আমরা স্টুডেন্ট । আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হতে চলেছি । এই খেয়াল তখনই হয় যখন ফুরসত হয় , চেষ্টা করে সময় বার করে নেওয়া উচিত্ । এই কথা স্মরণে রাখতে হবে আমরা তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবস্থা প্রাপ্ত করছি । এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । কাজকর্মের ক্ষেত্রেও অবসর সময় পাওয়া যায় । বুদ্ধিতে এই স্মৃতি চেষ্টা করে নিয়ে আসা দরকার যে আমরা ঈশ্বরীয় পিতার স্টুডেন্ট । জীবনধারণের জন্য যে কাজকর্ম ইত্যাদি করা হয়ে থাকে, সেসব হল মায়াবী কাজকর্ম, সেও জীবিকা নির্বাহের জন্যই। ভবিষ্যতের জন্য সত্যকার উপার্জন তো এটাই , এসব বুঝতে বিশাল বুদ্ধি হওয়া চাই । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে । বোঝাতে হবে এখন আমাদের আত্মাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবা আমাদের নিতে এসেছেন । সারাদিন বুদ্ধিতে বিচার মন্থন করা উচিত্ । গাই যেমন গলায় খাবার রেখে তারপর সারা সময় ধরে জাবর কাটে, সেইভাবে বিচার মন্থন চালাতে হবে । বাচ্চাদের অবিনাশী ধনসম্পদের ভাণ্ডারের প্রাপ্তি হয় । এই প্রাপ্তি আত্মাদের ভোজন । স্মরণে রাখতে হবে আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছে পাঠ নিচ্ছি, দেবতা হওয়ার জন্য বা রাজপদ পাওয়ার জন্য, এই সবকিছু স্মরণ করতে হবে । বারেবারে ভুলে যাওয়ায় আবার, খুশির বদলে অবস্থা ঝিমিয়ে পড়ে । এই সঞ্জীবনী বুটি (স্মৃতি এবং স্মরণ) , যা নিজের কাছে রাখতে হবে আর অন্যকেও দিতে হবে , উজ্জীবিত করে তোলার জন্যে । শাস্ত্রে তো বিভিন্ন রকমের কাহিনী লিখে রেখেছে । বাবা এইসব রহস্য সামনে বসে বুঝিয়ে দেন । মনমনাভব অর্থাত্ বাবাকে স্মরণ করো , তবে তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে । নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো ,বিচার করো , পরস্পর পরস্পরকে সাবধান করতে থাকো । খিটিমিটি কিছু হলে মন তাতেই লেগে থাকার কারণে কারও কথাই আর মিষ্টি লাগেনা । বুদ্ধি মায়ার দিকে ব্যস্ত থাকলে সেই চিন্তাই এসে যায় । তোমাদের বাচ্চাদের তো খুশি থাকা উচিত্ । বাবাকে স্মরণ করছ কিন্তু নিজেরই সমস্যায় যদি নাজেহাল হও তবে তো ওষুধ কোনও কাজ করবে না , ঝিমিয়ে পড়বে । এরকম করা ঠিক নয় । স্টুডেন্ট পড়াশুনা কি ছেড়ে দিতে পারে ! তোমরা বাচ্চারা জেনেছ এইসবই আমাদের পাঠ্য বিষয় , ভবিষ্যতের জন্য , এতেই আমাদের কল্যাণ । জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করলেও কোর্স করা দরকার । সৃষ্টির এই চক্র কিভাবে ঘোরে , এই নলেজও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । স্মরণ হলো সঞ্জীবনী বুটি । পরস্পর পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত্ । স্ত্রী-পুরুষ একে অন্যকে স্মরণ

করাতে থাকে । শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা জ্ঞানের এই পাঠ পড়াচ্ছেন । শিববাবার রথের শৃঙ্গার হচ্ছে তবে তো শিববাবা স্মরণে থাকা উচিত্ । সারাদিন স্মরণ করা মুশকিল হচ্ছে ! অবশ্যই অন্তে সেই অবস্থা কায়েম হবে । যতক্ষণ কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছেনা ততক্ষণ মায়া শক্তিশালী পুরুষার্থীর সাথে লড়াই চালিয়ে যাবে । গীতও তৈরী হয়েছে একে অপরকে সাবধান করতে করতেই উন্নতির পথে এগিয়ে যাও । অফিসার লোকেরা; ভৃত্যকে বলে রাখে আমাকে এই কথাটা মনে করিয়ে দিতে হবে । তোমরাও পরস্পর পরস্পরকে মনে করাও । লক্ষ্য অনেক উঁচু । বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হবে । ইঁনি , বাবা কোনও নতুন কথা শুনাচ্ছেননা । তোমরা লক্ষ কোটি বার এই জ্ঞান শুনেছ , আবারও শুনবে । সত্সঙ্গেএইভাবে বলার কেউ থাকবেনা যে আমরা কল্প কল্প শুনছি । এখন শুনছি আবারও শুনব কল্প কল্প ধরে শুনে আসছি , একথা কেউ বলতে পারেনা । বাবা বুঝিয়ে দেন তোমরা অর্ধ-কল্প ভক্তি করেছ । এখন আবার তোমরা জ্ঞান পেয়েছ , যার থেকে সদগতি হয় । বাবাকে স্মরণ করলে পাপ কেটে যাবে । এটুকুই বোঝার বিষয় । পুরুষার্থ করতে হবে । জজ বা সম্মানীয় ব্যক্তির সন্তান নিম্ন মানের কাজ করলে তবে তো বদনাম হয়ে যায় । এখানে তোমরাও বাবার হয়েছ তাই এমন কোনও কর্ম কোরোনা যাতে বাবার নিন্দা হতে পারে । সদ্গুরুর নিন্দুক পায়ের তলার জমি পায়না অর্থাত্ উঁচু পদ পেতে পারেনা । ঈশ্বরের সন্তান হয়ে আসুরি কর্ম করতে ভয় থাকা উচিত্ । শ্রীমতে চলতে হয় । নিজের মতে চললে ধোকা খেতে হবে , পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে । জিজ্ঞাসাও করতে পারা যায় নিজের মতে ঠিক চলছে কিনা । বাবার প্রথম -প্রথম মত্ হলো বাবাকে স্মরণ করো । কোনও বিকর্ম কোরোনা । বাবা কোন রকমের বিকর্ম করি , আপনার জানা থাকলে বলুন । বুঝতে পারলে বলে দেওয়া হবে । এইরকম এইরকম তোমাদের ভুল হচ্ছে, সেগুলোকে বিকর্ম বলা হয়ে থাকে । সবচেয়ে বড় বিকর্ম , কাম বিকার , কলহ বেশী হয় সেই বিকারের জন্য । বাচ্চাদের সাহসের প্রয়োজন , বিচার করে চলতে হবে । কুমারীদের গ্রুপ হওয়া উচিত্ । আমরা বিয়েই করব না । এখন কল্পের সঙ্গমযুগ, যেখানে পুরুষোত্তম তৈরী হতে হবে । লক্ষ্মী-নারায়ণকে পুরুষোত্তম বলা হয়ে থাকে । বিকারিদের কি আর বলা যাবে ! এখন তোমরা পুরুষোত্তম তৈরী হচ্ছ । সকলের এই অধিকার আছে, পুরুষোত্তম হওয়ার । পুরুষোত্তম মাসে তোমরা কত সেবা করতে পার ! খুব ধুমধামের সাথে হওয়া চাই । এই পুরুষোত্তম যুগই উত্তম যুগ, যেখানে মানুষ নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হয়ে ওঠে । এই-ই কমন কথা । তোমাদের বাচ্চাদের যথার্থভাবে বোঝাতে হবে । পুরুষোত্তম সত্যযুগে হয় । কলিযুগে কোনও উত্তম পুরুষ হয়ই না । এই দুনিয়াই পতিত । ওখানে পবিত্রই পবিত্র । এইসব কথা বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন , অন্যদের বোঝানোর জন্য । উপযুক্ত সময় দেখে বোঝানো হবে । তোমরা এখানে বসে আছ , বুঝতে পারছ নিরাকার বাবা পরমপিতা পরমাত্মা রাজযোগ শেখাচ্ছেন , আমরা স্টুডেন্ট । এই পড়ার মাধ্যমে স্বর্গের দেবী-দেবতা তৈরী হতে চলেছি । সব পরীক্ষার থেকে বড় পরীক্ষা , এই রাজত্ব লাভের পরীক্ষা , যা পরমাত্মা ছাড়া কেউ পড়াতে পারেনা । বাবা পরোপকারী , নিজে স্বর্গের মালিক হননা । স্বর্গের রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণই হন । নিষ্কাম সেবা বাবা করেন । তিনি বলেন রাজার ভূমিকা আমি নিই না । তোমাদের রাজার রাজা বানাই । এইসব বিষয় কারও বুদ্ধিতে নেই । এইরকম অনেক আছে , যদিও বা এখানে সাহুকার ওখানে গরীব হয়ে যায় আবারও আর যারা এখন গরীব , তারা ওখানে অধিক বিত্তবান হয় । বিশ্বের মালিক হওয়া - এতো বেহদেরই কথা । গীতও তৈরী হয়েছে - আমি তোমাদের রাজার রাজা তৈরী করে দিই । স্বর্গের মালিকই তৈরী করব ।! তোমরা জেনেছ আমরা স্বর্গের মালিক তৈরী হচ্ছি , কত গর্ববোধ হওয়া উচিত্ আমাদের যিনি পড়াচ্ছেন তিনি পরমপিতা পরমাত্মা । এখন আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী দেবতায় পরিগণিত হচ্ছি , এও স্মরণে থাকলে খুশির পারা উর্ধমুখী থাকবে । স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট অর্থাত্

ছাত্রজীবন সবচেয়ে ভালো । পুরুষার্থ করে তৈরী হতে হবে , তবে রাজা রাণীর তো প্রয়োজন হবে । এরকম বলা উচিত্ নয় যে আমরা রাজা হয়ে আবার ভিক্ষুকে পরিণত হব । এইসব কথা বলার নয়া জিজ্ঞাসা করতে হয় কি হতে চাও ? সবাই বলবে আমরা বিশ্বের মালিক হতে চাই । সে -তো ভগবান বাবাই তৈরী করতে পারেন । তিনি বলেন , আমাকে স্মরণ করো । তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরী হয়ে যাবে , কত সহজ কথা ! যে -কেউই হতে পারে । যদি-বা কেউ গরীব হয় এতে পয়সার কোনও কথা নেই এইজন্য বাবাকে বলা হয়-- দীনবন্ধু(গরিব নিবাজ)

বাবাকে স্মরণ করে পাপের ঘড়া খালি করতে হয় , যে যেমন মেহনত করবে তেমন পাবে । সিঁড়ির চিত্রে দেখো, কত উঁচুতে উঠেছিলে । উঁচুতে উঠলে রাজত্ব রসের আস্বাদন হবে , পড়ে গেলে ভেঙে চুরমার । বিকারে বশীভূত হয়ে ছেড়ে চলে যায় তাই বাবা বলেন একেবারে নীচে ভূপতিত হয় । সুপুত্র বাচ্চারা তো পুরুষার্থ করে নিজের হীরে তুল্য জীবন বানাবে । বাচ্চাদের পুরুষার্থ অনেক করতে হয় । এখন যারা করবে . . . সবাইকে বলা হয় মাতা-পিতাকে অনুসরণ করো , নিজের সমান তৈরী করো । যতটা দয়াশীল হতে পারবে তোমাদের সুবিধা হবে সময় নষ্ট করা যাবেনা , অন্যদেরও যুক্তি বলে যেতে হবে । নয়তো সেরকম উঁচু পদ পাবেনা । পরে তোমাদের সাক্ষাত্কার হবে কিন্তু সেই সময় তোমরা কিছু করতে পারবে না । পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া মানে অকৃতকার্যই হয়ে গেল । এরকম যেন না হয় যে পরে অনুতাপ করতে হয় । তবে তো পুরুষার্থ করতে পারবে না এইজন্য যত নিজের এবং অন্যের কল্যাণ করা যায় ততই করো । অন্ধের লাঠি হও । কল্প-কল্পান্তরে স্বর্গের স্থাপনা কার্যে সহযোগ দিয়েছে , অবশ্যই করবে । ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে , এখন যা করবে তাই পাবে । বাবার আদরের বাচ্চারা লুকিয়ে থাকতে পারেনা । রূপ-বসন্ত -এর মতো মুখ দিয়ে রত্নই বেরোয় । কুটিল হয়ো না,অন্যের লোকসান যেন না হয় । তোমাদের অযথা কেউ কিছু শোনালে বুঝবে সে কপটতার আশ্রয় নিয়েছে তার থেকে সতর্ক থাকতে হবে । নিজেদের বেহদের রাজ্যপাটের অধিকার বাবার থেকে নিতে পুরোপুরি তৎপর হও । আচ্ছা - মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ--

১) কোনও কথার জটিলতায় থাকা ঠিক নয় । একে অন্যকে সাবধান করে উন্নতি সাধন করতে হবে । পুরুষার্থ করে নিজের জীবন হীরে তুল্য বানাতে হবে ।

২) নিজের মনমতে না চলে শ্রীমতে চলতে হবে । যে অসার কথাবার্তা বলে , তার থেকে সাবধান থাকতে হবে । আসুরি কর্মের প্রতি ভীতি যেন থাকে।

বরদানঃ- নিজের টেনশনের(দুশ্চিন্তা) প্রতি অ্যাটেনশান রেখে বিশ্বের টেনশনকে সমাপ্ত কারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব!

যখন অন্যের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া হয় তখন নিজের মধ্যে দুশ্চিন্তা চলতে থাকে, সেইজন্য বিস্তারের পরিবর্তে সার স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও, সংকল্পের সংখ্যা কমিয়ে(Quantity) দিয়ে গুণগত ভাবে উৎকর্ষ(Quality) সংকল্প করো। প্রথমে নিজের দুশ্চিন্তার প্রতি মনোযোগ দাও তবে বিশ্বে যে অনেক প্রকারের উত্তেজনা(Tension) ছড়িয়ে আছে তাকে সমাপ্ত করে বিশ্ব কল্যাণকারী হতে পারবে। প্রথমে নিজেকে দেখো, নিজের সেবা সবার আগে, নিজের সার্ভিস হলে তখন অন্যের সার্ভিস নিজে থেকেই হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- যোগের অনুভূতি করতে হলে দৃঢ়তার শক্তি দ্বারা মনকে আয়ত্তে আনো।